শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী

জিয়াউল হক

‘শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী’

জিয়াউল হক

দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

'শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী'

জিয়াউল হক

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি-২০০৫ ইং
দ্বিতীয় (বর্ধিত) সংস্করণঃ অক্টোবর-২০১৭ ইং

প্রকাশনায়ঃ
দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স
চকফরিদ, কলোনী, বগুড়া।
মোবাইলঃ ০১৭১১-৪৮৩৪৯৯, ০১৭৪৮-৯৪০৪১৬।
E-mail: the.pathfinder.publications@gmail.com

প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সুলতানা আখতার

গ্রন্থস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সম্বলিত

প্রচ্ছদঃ
মোঃ হুসাইন আলী

বর্ণ বিন্যাসঃ
ইসরা, বগুড়া।

পরিবেশকঃ
পরিলেখ
ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক
রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্যঃ
ষাট টাকা মাত্র।

SHIKHA BEBOSTHA: MOULIK DRISTIVONGI
Written by: Ziaul Haque

Published by: The Pathfinder Publications.
Phone: 01711-483499, 01748-940416
Price:60.00 Tk. Only
ISBN: 978-984-92994-5-5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এই ভূ-খণ্ডে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির ব্যক্তিমানস ও চেতনাসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নিজের সকল কিছুকে উৎসর্গ করেছেন যে মহৎ প্রান। সেই বিদগ্ধ পণ্ডিত, শিক্ষাবীদ ও সু-লেখক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবু জাফর এর করকমলে।

জিয়াউল হক
অক্টোবর-২০১৭
ইংল্যান্ড

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্ দরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর। তাঁর আসহাবগণের উপর।
বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা যে ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ তা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্যই উপলব্ধি করতে পেরেছেন- আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষা সংস্কার নিয়ে যুগ যুগ ধরে আলোচনা-পর্যালোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে।

চলমান এ ধারায় আরও একটি সংযোজন হিসাবে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করছি, বিতর্ককে উপভোগ্য করার জন্য নয় বরং চিন্তা ও পর্যালোচনার জোয়ারে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনার জন্য। অত্র পুস্তিকায় উপস্থাপিত বিষয়বস্তুটুকু আর কিছু নয়, বিখ্যাত লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'শিক্ষা: ইসলামি দৃষ্টিভংগী' শীর্ষক আলোচনানুষ্ঠানে জনাব জিয়াউল হক আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে যে ভাষণটুকু দেন, তাই শুধু তুলে ধরা হয়েছে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা সংক্রান্ত এ নিবন্ধটি প্রকাশের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স। পুস্তিকাটি স্বল্পসময়ে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

পুস্তিকাতে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এর বহুল প্রচারে সকল মুসলমান ভাই-বোনের সহযোগীতা কামনা করছি।
আল্লাহ সকলের নেক নিয়ত ও প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্সের পক্ষে
সুলতানা আখতার
প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

www.pathagar.com

অভিমত

বিসমল্লিাহির রাহমানির রাহিম

পরম স্নেহাস্পদ জিয়াউল হক প্রণীত 'শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী' শীর্ষক পুস্তিকাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। ক্ষুদ্র পরিসরে এই পুস্তিকা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির যে দৈন্য অসম্পূর্ণতা এবং স্ববিরোধিতার চিত্র তুলে ধরেছে, তা খুবই গুরুত্ববহ। যাঁরা শিক্ষা নিয়ে ভাবেন, দেশ জাতির প্রয়োজনে যারা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারকল্পে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট, তাঁরা এই পুস্তিকা থেকে নানামূখী দিকনির্দেশনা লাভ করবেন এবং আমার বিশ্বাস, যাঁরা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁরা তো বটেই, আমাদের মত সাধারণ পাঠকও এই পুস্তিকা থেকে প্রভূত উপকার লাভ করবেন।

জিয়াউল হককে আমি যতটা জানি, মুসলিম উম্মাহর সমস্যা-সংকট নিয়ে তাঁর মধ্যে সততই এক অস্থিরতা বর্তমান। জিয়া কোন সৌখিন লেখক নন, তাঁর যে কোন রচনার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি গভীর ভালবাসা ও হৃদয়মথিত অকৃত্রিম দায়িত্ববোধ। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় কোন লক্ষ্য নেই। আর এই লক্ষ্য নিয়েই বহুমূখী কার্যকর ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হয়।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতে পারি, অন্যান্য রচনার মত জিয়াউল হকের বর্তমান পুস্তিকাটিও তাঁর অকপট ইসলাম ও মুসলিম প্রেমের এক অনবদ্য আলোকোচ্ছটা এবং বলাই বাহুল্য, গুণসমৃদ্ধ বলেই 'শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী' শীর্ষক রচনাটি যথার্থই উচ্চমান সম্পন্ন।

এই ধরনের হিতকর পুস্তক-পুস্তিকা তিনি আরো প্রণয়ন করবেন, এই আশা করি। লেখককে সপ্রীতি মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহপাক তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জিন্দেগীর কামিয়াবি দান করুন, এই দোয়া করি। আল্লাহ হাফিজ।

আবু জাফর
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

লেখকের আর্জি

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আর কৃতিত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আমরা কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী।

দরূদ আর সালাম পেশ করছি আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা; আমাদের দিশারী- আখেরী নবী রাসুলে মাকবুল (সঃ) এঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ উম্মাহাতুল মুমিনিন, তাঁর প্রিয় আসহাব (রাঃ) গণের উপর। আর তাঁদেরই অনুসরণ করে সেই প্রথম থেকে আজ অব্দি বিশ্বের কোণে কোণে শত প্রতিকুলতার মুখেও ইস্পাতসম ধৈর্য আর সাহসের সাথে আত্মোৎসর্গের চেতনায় যাঁরা জীবনের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামকে সমাজে উপস্থাপন করেই যাচ্ছেন, তাঁদের সকলের উপরেও রইল লক্ষ সালাম।

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের অহংকার, তাদের গর্ব, প্রচণ্ড বৈরি পরিবেশ এবং আদর্শ বিরোধি এমন একটি রাষ্ট্র-যে রাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে মুসলিম খেলাফত ও উম্মাহকে কুটিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে টুকরো টুকরো, খন্ড-বিখন্ড করেছে, দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করেছে, কৌশলে শত শত বৎসর ধরে শোষণ করেছে, সেই রাষ্ট্র ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন শহরের প্রানকেন্দ্রে সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা লন্ডন মুসলিম সেন্টার [London Muslim Center (LMC)]। সারা বিশ্বের মুসলমানদের অহংকার!

এই LMC'র চতুর্থ তলায় বিগত ৬ ফেব্রুয়ারী/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো একটি আলোচনানুষ্ঠান। আয়োজনে ছিলেন 'Community of Bangladeshi Students, UK'। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাসুম বিল্লাহ সাহেব আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসাবে। উদ্যোক্তাদেরই অন্যতম একজন, ডঃ কামরুল হাসান এবং তিনি মিলে আমার আলোচনার বিষয়বস্তুও ঠিক করে দিলেন; 'Education: Islamic Perspective'

নির্ধারিত তারিখে নির্ধারিত ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হলো আলোচনাটি। আমিও কৃতজ্ঞতার সাথে উপস্থাপন করলাম আমার আলোচনা, সীমিত জ্ঞান, আমার দীনতা, দুর্বলতার ব্যপারে সচেতন থেকেই।

বক্তব্য শেষে বৃটিশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক, আন্তর্জাতিক অংগণে

www.pathagar.com

সুপরিচিত শিক্ষাবীদ-বিজ্ঞানী বাংলাদেশেরই কৃতিসন্তান ডঃ হাসনাত এম. হোসেন সস্নেহে আমাকে টেনে স্টেজে তারই পাশে বসালেন। যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছি আলোচনায় তার ভূয়সী প্রসংশা করে আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন।

অনুষ্ঠানে তাদের নিজ নিজ আলোচনায় এসে কুইনমেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের শিক্ষক ডঃ হাসান শহীদ, ব্যারিস্টার মাসুম, ব্যারিস্টার সিদ্দিক, ব্যারিস্টার মুহিদ সাহেবগণও বিভিন্নভাবে আমার বক্তব্যের কমবেশি প্রশংসা করলেন।

বিষয়টি এখানেই সমাপ্ত হতে পারতো। কিন্তু তার কিছুদিন পর বিশিষ্ট কলামিষ্ট ডাঃ ফিরোজ মাহবুব কামাল ভাইয়ের সাথে ফোনে কথা হচ্ছিল। ডাঃ ফিরোজ ভাইও উক্ত অনুষ্ঠানে একজন বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই পরামর্শ দিলেন বক্তব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য। তার উৎসাহ-পরামর্শেরই ফলশ্রুতি এ পুস্তিকা। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিশে প্রস্তুতকৃত এ আলোচনাটি ঐভাবেই পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হলো।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সীমাহীন দৈন্য-ব্যর্থতা, শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি, কূটনীতি, ব্যবসা আর প্রতারণা, সব মিলিয়ে পুরো মুসলিম উম্মাহকে আজ পতনের কোন অতলান্তে এনে ছেড়েছে, তা কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই।

সৌভাগ্যবান যে মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তি শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যেও ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য, সেটি জাগ্রত হচ্ছে না বিধায় সেই তারাও সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে যথাযথ কার্যকর অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অথচ সমাজ ও জাতির প্রতি তাদের মায়া-মমতা ও দায়িত্ববোধের কোন কমতি নেই!

এই আলোকেই আমি চেয়েছি আমার এ বক্তব্যটুকু শিক্ষিত জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছে যাক। বিশেষ করে, সচেতন শিক্ষক-ছাত্র সমাজের হাতে। এতে হয়তো 'শিক্ষা' নিয়ে, তার সম্ভাবনা-সমস্যা-প্রতিকার ও করণীয় নিয়ে দেশ-বিদেশের সুধীজনদের ভাবনায় আমার এ নিবেদনটুকুও যোগ হবে।

www.pathagar.com

আমার এ লেখা যদি এ বিশ্বের কোথাও একজন সুধীজনকেও ভাবায়, তার চিন্তার খোরাক জোগায়- তা হলেই আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে ভাববো। আর এর প্রতিদানতো আমি অবশ্যই চাই। তবে তা আমার মহামহিম পরওয়ার দিগার, রাহমানুর রাহিম-আলিমুল খবির আল্লাহ সুবহানু ওয়াতায়ালার নিকট।

আমি নিশ্চিত আমার এ বাসনাটুকুও তিনি নিশ্চিত ভাবেই জানেন। আর তিনি কারো প্রতি অবিচার করেন না।

নিবেদক
জিয়াউল হক
লন্ডন
ফেব্রুয়ারি/২০০৫

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, আমার লেখা 'শিক্ষাব্যবস্থাঃ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী' শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশের দীর্ঘ একটি দশক পরে পূনরায় এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম।

দ্বিতীয় সংস্করণের ক্ষেত্রে বিষয় প্রায় একই হবার কারণে বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে ইংল্যান্ডের Icon College Of Technology And Management, London-এ CBS (সিবিএস) কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে আমার 'বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা' শীর্ষক' প্রবন্ধটিও যুক্ত করে দিলাম।

শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষানূরাগী কারো মনে শিক্ষা নিয়ে চিন্তার জগতে বিন্দু পরিমাণ নাড়া দিতে পারলেই এ লেখা স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সাথে স্বনামধন্য অধ্যাপক ও শিক্ষাবীদ, সাহিত্যিক অধ্যাপক আবু জাফর সাহেব তাঁর মূল্যবান অভিমত জুড়ে দিয়ে আমাকে রীতিমত ঋণের জালে আটকে রাখলেন। আল্লাহপাক তাঁকে নেক হায়াত দান করুন, কামনা করি।

আর বইটার গুরুত্ব বিবেচনায় দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্সের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুলতানা আখতার এগিয়ে এসেছেন, এ জন্য তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ যেন তাঁকেও এর উত্তম প্রতিদান দান করেন।

জিয়াউল হক
ইংল্যান্ড।
অক্টোবর-২০১৭

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষাঃ

শিক্ষা কি? শিক্ষার সংজ্ঞা কি? বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মনীষী শিক্ষাবীদ 'শিক্ষা'কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁদের কারো সাথেই দ্বিমত পোষণ না করেই আমি নিজ উপলব্ধি অনুযায়ী 'শিক্ষা'র এমন একটি সংগা নির্ধারণ করতে চাই, যে সংজ্ঞার ভেতরে 'শিক্ষা' সংক্রান্ত আমার আদর্শ, বিশ্বাস ও দর্শন ফুটে উঠে।

আমি 'শিক্ষা'কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চাই; 'শিক্ষা' হলো তত্ত্ব, তথ্য, অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে মানুষের আত্মিক ও মানবিক (চারিত্রিক) উন্নয়নের একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া।

যারা জানে আর জানে না, তারা উভয়ে কি কখনও সমান হতে পারে? কুরআনুল কারিমে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন এ ভাবেই প্রশ্নটি করেছেন। আমাদের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধিও সে কথাই বলে। জ্ঞানী আর মূর্খ, এরা কভু সমান মর্যাদা ও শক্তির অধিকার হয় না।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) তো জ্ঞানীদের তুলনা করেছেন, ঠিক যেমন মৃত মানুষের মধ্যে জীবিত মানুষের অবস্থান।

এ পৃথিবীকে জ্ঞানীরাই শাসন করবে, এটাই নিয়ম। জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে যাদের দখলদারিত্ব, বিশ্বে আর্থ-সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদেরই দখলদারিত্ব, তাদেরই কর্তৃত্ব ও শাসন চালু থাকবে। এটাই বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম। আর সেটাই ঘটে আসছে।

ইসলাম প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ করে দিয়েছে। এটি ফরজে কেফায়া নয় বরং ফরজে আইন। প্রত্যেককেই এই ফরজ পালন করতে হবে।

রাসূলে মকবুল (সঃ) তার সাহাবীদের জ্ঞানার্জনে যার পর নাই উৎসাহ দিতেন। তিনি বলেছেন; 'আলেমগণ অর্থাৎ জ্ঞানীগণ হলেন নবী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) গণের ওয়ারীস'।

এ হলো জ্ঞানীদের জন্য এক দূর্লভ সম্মান। তিনি আরও বলেছেন; 'জ্ঞানার্জনে বের হওয়া ছাত্রের পায়ের নীচে ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়।'

www.pathagar.com

অন্যত্র তিনি বলেন; 'জ্ঞান অনুসন্ধানকারীকে খোস আমদেদ! যারা জ্ঞানার্জনে বের হয় ফেরেশতারা তাদেরকে নিজেদের পালকের নীচে ঢেকে নেয়।'

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেছেন; 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞানদান করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করবেন। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি জানেন' (সুরা মুজাদালা-১১)

জ্ঞানীর অসাধারণ মর্যাদা। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তো স্পষ্ট করেই বলেছেন; 'কেয়ামতের দিন শহীদের রক্ত ও জ্ঞানীদের কলমের কালি সমান মর্যাদা লাভ করবে'।

তিনি আরও বলেছেন; 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে বের হয়েছে তার সকল পাপ বা গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়'।

অন্যত্র বলেছেন; 'শিক্ষা অর্জনে সচেষ্ট ব্যক্তি যদি তা অর্জনে পূর্ণ সক্ষমতা লাভ করে তবে তার জন্য পূর্ন পুরস্কার লেখা হয়, আর যদি চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ণ সফলতা অর্জন না করে তবে তার জন্য পুরস্কারের একটা অংশ লেখা হয়।'

রাসূল (সঃ) শিক্ষিত সাহাবীদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তাঁরা যেন তাঁদের অশিক্ষিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের লেখাপড়া শেখায়। তিনি বলেছেন; 'আমাকে শিক্ষক হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে' (ইন্নি বুয়িসতু মুয়াল্লিমান)।

আর মহান আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সঃ) কে সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে শিক্ষা দিচ্ছেন এই বিশেষ এক দোওয়া;

'ওয়াকুল রাব্বি যিদ্‌নি ইলমা' অর্থাৎ: 'বল হে রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন'।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সমগ্র কুরআনে আল্লাহ পাক মানুষকে মান-সম্মান, ইজ্জত, সম্পদ, রিযিক, আয়ু এর কোনটিই চাইবার দোওয়া শেখাননি। শুধুমাত্র জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। তিনি তা বৃদ্ধির দোওয়া শিক্ষা দিচ্ছেন।

ইসলাম 'শিক্ষা'র উপরে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলেই সাহাবী (রাঃ) গণ আবাল-বৃদ্ধ-বণীতা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার্জনে মরীয়া হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

ফলে মাত্র তিরিশ বৎসরের মধ্যে তাদের নৈতিক চরিত্রের এমন মৌলিক পরিবর্তন হলো যে, তৎকালীণ বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ অশিক্ষিত ও হতদরিদ্র দুর্বল জনগোষ্ঠী পুরো বিশ্বের সকল জাতীসত্তার সামনে অপ্রতিরোধ্য-দুর্জেয় ও অনুসরণীয় হয়ে উঠল। সমগ্র বিশ্বের মানচিত্র মাত্র একটি শতাব্দীর মধ্যে চিরদিনের মত বদলে গেল।

তৎকালীন দুই সুপার পাওয়ার পারস্য ও রোমান সভ্যতা কুরআন নাযিলের সময়কাল হতে হিসাব করলে মাত্র চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইসলামে বিলীন হয়ে গেল, আর বিশ্বে একমাত্র সুপার পাওয়ার হিসাবে টিকে রইল ইসলাম। এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছিল একমাত্র সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে।

এ বিস্ময়ের পেছনে কি মূল কার্যকরণটি বিদ্যমান ছিল, সে প্রশ্ন তৎকালীণ সমসাময়িক কাল থেকে শুরু করে এ অব্দি অর্থাৎ এই আধুনিক কাল পর্যন্ত বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকে হতচকিত করে রেখেছে। এমনকি আগামী দিনের বিশ্বকেও আলোড়িত করতে থাকবে।

হতদরিদ্র-পশ্চাৎপদ ও অখ্যাত এ রকম একটি জনগোষ্ঠীর এত দ্রুত উন্নয়ন ও পুরো বিশ্ব সভ্যতার উপরে একটি স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে রাখার পেছনে কোন সে শক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান তা এ বিশ্বের সকল জ্ঞানী-গুণীসহ প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট বাস্তব ও মৌলিক প্রশ্ন হয়ে বিদ্যমান রয়েছে।

আন্তরিক প্রয়াস, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, অর্জিত বাস্তব তথ্যাদি ও ইতিহাসের পর্যালোচনা শেষে যে উত্তরটি বেরিয়ে আসে সে বিস্ময়কর উত্থাণের পেছনে মূল কার্যকরণ হিসাবে, সে ফলাফলের পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণ-নীরিক্ষা শেষেও কিন্তু তার কোন পরিবর্তন নেই বরং সেই একই ফলাফল!

আর তা হলো এই যে, একটি অব্যর্থ-অদ্বিতীয় উৎস হতে অর্জিত এবং তারই মানদণ্ডে কার্যকর শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক ধারার সমন্বয়ে একটি বাস্তবমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং চমকপ্রদ প্রশিক্ষণ ।

মুসলমান হিসেবে আমাদের লক্ষ্য হলো দ্বিবিধ সফলতা। শিক্ষা প্রযুক্তিতে সর্বেসর্বা হয়ে আমরা এ বিশ্বকে আল্লাহর মর্জিমত শাসন করব, অন্যায়ের দমন সত্য প্রতিষ্ঠা করব।

অন্যায়কে সমূলে উৎপাটন, জুলুম-অন্যায়ের পরিপুর্ণ নিরসন যদি না হয় বা তা যদি নিদেন পক্ষে দমিতাবস্থায় না থাকে, তা হলে এ বিশ্বে ধর্ম-বর্ণ-স্থান-

www.pathagar.com

কাল-পাত্র নির্বিশেষে মানুষের বিশেষ করে, অসহায়-দুর্বল-দুঃস্থ ও পশ্চাদপদ সাধারণ মানুষের জীবনে দূর্গতির শেষ থাকে না। পৃথিবীটা সে অবস্থায় বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে মানুষের জন্য। গুটিকতক ব্যক্তি বা গোষ্ঠি তখন সমগ্র বিশ্বমানবতার বুকের উপর ফ্রাংকেনষ্টাইনের মত জগদ্দল চেপে বসে।

এটি এক নিরেট ও তর্কাতীত বাস্তবতা। বিশ্ব ইতিহাসে এর নজির রয়েছে ভূরি ভূরি। আজ আমরা যে বিশ্বে বাস করছি তার দিকে যদি নজর প্রদান করেন তা হলে এ সত্যের বহিঃপ্রকাশ অতি নগ্নভাবে দেখতে পাবেন। বিশ্বের কোণে কোণে প্রতিটি গোষ্ঠী, প্রতিটি জাতি তাদের নিজ নিজ দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যেই ভয়ে তটস্থাবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

কারণে অকারণে বলা নেই, কওয়া নেই অতর্কিতে এক অতি চেনা ফ্রাংকেষ্টাইন দানবের দানবীয় তান্ডবে তাদের জীবন, সমাজ, দেশ-জাতি, তাদের ঘর বাড়ি সব কিছুই যেন রাতারাতি চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নিজ ভূ-খণ্ডেই তাদেরকে এমন দুর্গতিতে নিক্ষেপ করছে যে, মধ্যযুগে ক্রীতদাসদের জীবনও বোধ হয় এ থেকে ভালো ছিল!

এখন অতি চমকপ্রদ শ্লোগাণের আড়ালে তাদের মৌলিক মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। এমনকি মানবাধিকার-মানবতা-ন্যায়-অন্যায়-সত্য-মিথ্যা-স্বাধীনতা-পরাধীনতা, সংগ্রাম-সন্ত্রাস, এ সব সত্বসিদ্ধ ধারণাগুলিও পুরোপুরি পাল্টে দিচ্ছে।

এ দানবের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, তার চোখে চোখ রেখে কথা বলবে, এ জালিমের হাতকে সজোরে টেনে ধরে জুলুম থেকে নিবৃত করবে, সে সাহস কার আছে? মিন মিনে গলায় প্রতিবাদ করলেও তো তার অস্তিত্বটুকুও সদম্ভে গুড়িয়ে দিচ্ছে।

আজ সারা বিশ্বের সকল সম্পদের আশি ভাগ পুরো জনগোষ্ঠীর মাত্র ১৮-২০ ভাগ লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে পড়েছে। আর মাত্র ২০ ভাগ সম্পদ বিশ্বের ৮০ ভাগ মানুষের জন্য রয়ে গেছে।

ফলে, বিশ্বের কোণে কোণে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানরা অনাহারে, অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণ করছে! ক্ষুধায় অন্ন নেই, রোগে পথ্য নেই, শীতে গরমে বস্ত্র নেই, বাস্তু ভিটা হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে কোটি কোটি বনি আদমকে! মাথা গোঁজার ঠাঁইও নেই।
কোটি কোটি বনি আদম (হিন্দু না মুসলমান, বৌদ্ধ না খ্রিষ্টান সে প্রশ্ন দয়া

www.pathagar.com

করে তুলবেন না, শুধু এ কথাটি অনুগ্রহ করে বুঝে নিন যে, তারা মানুষ। আমার আপনার মত 'মানুষ'-আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি!) মানবেতর জীবন যাপন করছে ক্ষুধায়-জ্বরায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

এ সব কোটি কোটি মানব সন্তান স্রষ্টার কাছে, তাদের কারো ভাষায় আল্লাহ, কেউবা জানে 'গড' বলে, কেউবা সে স্রষ্টাকে চেনে 'ঈশ্বর' আর কেউ ডাকে ভগবান, তাদের নিজ নিজ বোধ, বিশ্বাস আর আক্বীদা বা জীবন দর্শন অনুযায়ী, কাতরকণ্ঠে মুক্তি চাইছে। এ বাস্তবতা ও তা নিরসনের পথ হিসেবে আল কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেছেন;

'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা ঐসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করছো না, যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিমদের এ বস্তি থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা করো। (সুরা নিসা-৭৫)

হায়! মহান আল্লাহর এ প্রশ্নের জবাবে, মহান আল্লাহ্ পাকের এ ধমকের প্রেক্ষিতে যারা এগিয়ে আসার কথা ছিল- তাদের আজ সে যোগ্যতা কোথায় যে তারা এই বিরাট ফ্রাংকেষ্টাইনের মুখোমুখি দাঁড়ায়?

তাদের সে সাহসই বা কোথায় যে তারা টু শব্দটি করে? তাদের সে ঐক্য কোথায় যে তারা সম্মিলিত কৌশল পরিচালনা ও শক্তিতে ঐ সব নির্যাতিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়? তাদের সে নেতা কোথায়, যে তাদেরকে কর্মপদ্ধতি শেখাবে-পরিচালনা করবে দুরুহ বন্ধুর পথে, পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দেবে? তাদের সে প্রজ্ঞা, তাদের সেই প্লাটফরম কোথায় যেখানে দাঁড়িয়ে তারা কিছু করার কথা ভাববে?

অথচ কথা তো ছিল না এমনটি হবার! কথা ছিল, শিক্ষা-দীক্ষায় আমরা হব সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী। জ্ঞান, দক্ষতা, প্রযুক্তি, চিন্তা আর চেতনায় আমরা হব যুগের সেরা। শক্তি-সাহস, ত্যাগ আর বৃহত্তর মানব প্রেমে আমরা হব অতুলনীয়! অনুপম! কথাতো ছিল, প্রতিটি মুসলমান হবে যুগের সেরা জ্ঞানী! কথা, কাজ আর চরিত্রে হবে যুগের সেরা ব্যক্তিটি।

এভাবে প্রথমে আমরা বিশ্ববাসীর মনোজগত দখল করব। মজলুমের চোখে প্রতিটি মুসলমানই হবে বহুল প্রত্যাশিত মুক্তিদূত! রাজকুমার! জালিমের চোখে হবে যমদূত

এদের সাথে লড়তে এসে জুলুমের হিমালয় টলে যাবে, কিন্তু কোন

www.pathagar.com

মুসলমানের পদযুগল এক ইঞ্চিও নড়বে না। এরা বিশ্বকে করবে জঞ্জালমুক্ত, অনাচার-অবিচারমুক্ত, এমন এক বিশ্ব যা দেখে মনে হবে, এ বিশ্বটা বুঝি জান্নাতেরই এক উপগ্রহ! তাই তারা তাদের দেশ, তাদের ধন সম্পদ নিশ্চিত মনে নিরাপত্তার প্রত্যাশায় তুলে দেবে আমাদের হাতে, নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ঘুমানোর প্রত্যাশায়।

এ বিশ্বের আমরাই হব শাসক, একমাত্র সুপার পাওয়ার। এটি একটি লক্ষ্য। আর দ্বিতীয় লক্ষ্যটি হলো, আখেরাতে আমরা আল্লাহর পুর্ণ সন্তুষ্টি হাসিল করব এ দুনিয়ায় আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিদানে।

এটিই হলো একজন মুসলমানের জীবনে চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সফলতা। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়ায় সফল হয়েও যদি আখেরাতের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হয় কেউ, তবে তার অর্জিত শিক্ষা পুরোপুরিই ব্যর্থ।

অপরদিকে আখেরাতের প্রত্যাশায় দুনিয়ায় শিক্ষা বর্জনের মাধ্যমে, তথা দুনিয়া বর্জনের মাধ্যমে আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়, কারণ দুনিয়া বর্জনের মাধ্যমে সন্যাসী হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং দুনিয়ায় সফল হয়েই আখেরাতে তার ফলাফল অর্জন করতে হবে। কারণ, 'আদ দুনিয়া মাজরাতুল আখিরাহ' অর্থাৎ দুনিয়া হলো আখেরাতের জন্য কৃষিক্ষেত্র স্বরুপ। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন;

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাফল্য চায় তার জন্য জ্ঞানার্জন প্রয়োজন, যে ব্যক্তি আখেরাতের সাফল্য চায় তার জন্য জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানে সাফল্য চায় তারও জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন'।

কুরআনুল কারিমেও আল্লাহ পাক মুসলমানদের নির্দেশ ও শিক্ষা দিচ্ছেন; 'রাব্বানা আত্বিনা ফি-দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাত'।

অর্থাৎ: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করো'। (সুরা বাকারা-২০১)

আর এ কথা পরিষ্কার যে, সঠিক শিক্ষা হলো উভয় জগতে কল্যাণ লাভের পূর্ব শর্ত! বিশ্বের মুসলিম দেশ সমূহে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে সে শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার মুল লক্ষ্য অর্জনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আল কুরআনের এক চতুর্থাংশ আয়াতই হলো বিজ্ঞানের সুত্র দিয়ে ঠাসা, ভরপুর। কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে এ সব নিয়ে চিন্তা-গবেষণার।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে মুসলমানরা সে নির্দেশটি ত্যাগ করেছে

www.pathagar.com

সর্ব প্রথমে। ফলে পৃথিবীকে শাসন করার মতো যোগ্যতা তাদের নেই।

প্রায় দেড়শত কোটি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ৪৫,১৩৬ জন বিজ্ঞানী গবেষণা কর্মে নিয়োজিত। অর্থাৎ প্রতি ৩৩,২৩২ জন মুসলমানের মধ্যে মাত্র একজন বিজ্ঞানী, অপরপক্ষে মাত্র অর্ধকোটি ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩৪,০০০ জন বিজ্ঞানী, অর্থাৎ মাত্র ১৬৪ জন ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক জন বিজ্ঞানী রয়েছে।

সংখ্যার এই ব্যাপক পার্থক্যটি অবিশ্বাস্য আকারে। পৃথিবীতে অবিশ্বাসীরা জ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে দুনিয়াতে সফল, তারা বিশ্বকে শাসন করছে (কারণ এ বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানে যারা শ্রেষ্ঠ তাদেরই শাসন ক্ষমতা চলবে, এটাই নিয়ম) কিন্তু শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে তারা ব্যর্থ। তারা সুনিশ্চিত ভাবেই আখেরাতের জীবনে ব্যর্থ।

অপরদিকে বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণও শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীকে শাসন করার যোগ্যতা তো হারিয়েছেই, এর পাশাপাশি তাদের মনোজাগতিক ও নৈতিক যে অবক্ষয় তাদের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে প্রকাশ পাচ্ছে, তার আলোকে এ সংশয় নিয়তই মনে জাগে; কি জানি, কেয়ামতের মাঠে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বর্তমান কালের মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করেন।

সেখানে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তারা ব্যর্থ হয় তাহলে তো তারা উভয় জগতেই ব্যর্থ হলো শুধুমাত্র শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবার দরুণ!

এ বাস্তবতাকেই দৃষ্টির সম্মুখে রেখেই আমরা আলোচনা করব 'শিক্ষা' কি, তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং তার উৎসই বা কি? তা নিয়ে।

www.pathagar.com

শিক্ষা ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একটু গভীরভাবে দেখলে আমাদের সামনে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ধরা পড়ে তাকে আমরা মোট তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারিঃ-

১) Immediate Goal (তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য)ঃ বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি পাশবিকতার দমন।

এই মৌলিক বিষয়টি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্য যে, এটি ব্যতিরেকে তার অস্তিত্বই টিকে থাকবে না। তার আয় রোজগার, তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সংসার নির্বাহ বন্ধ হয়ে যাবে। জীবনের ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ন বা অগ্রগতির পথ তো কল্পনাই করা সম্ভব নয়।

২) Secondery Goal (অন্তর্বর্তীকালীন উদ্দেশ্য)ঃ শিক্ষার এ উদ্দেশ্যটিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারিঃ-

ক) মানুষ, তার পারিপার্শ্বিকতা ও স্রষ্টা, এই তিনের পরিচয়, অবস্থান, মূল্যায়ন ও পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে দেয়া।

খ) মানুষ, তার উৎসস্থল, গন্তব্য কর্তব্য ও মঞ্জিলে পৌছানোর সহজ, স্বীকৃত পথ নির্দেশ করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের এ দুটি স্তরও তার দরকার। দরকার কারণ, এর ফলে মানুষ তার পারিবারিক-মানবিক-সামাজিক বন্ধন, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ-সচেতন হতে পারে, তার নিজ স্বার্থ-অধিকার, অপরের স্বার্থ-অধিকার, অপরের কল্যাণ-অকল্যাণ, পারস্পরিক আচার-আচরণের সীমারেখা, দায়িত্ব-কর্তব্যের পরিধি ইত্যাদি বিষয়ে সে সচেতন হয়ে উঠবে।

জীবন প্রবাহের কল্যাণকর-অকল্যাণকর দুটি ধারাই তার সন্মুখে ফুটে উঠে। তার ভেতরে এমন একটি বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে উঠে, যার ভিত্তিতে সে তার জন্য গ্রহণীয় পথ ও পদ্ধতিকে নির্বাচন করে নিতে পারে। তার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিতে পারে, তার চলার পছন্দনীয় পথ নির্বাচন করে নিতে পারে।

৩) Ultimate Goal (চূড়ান্ত লক্ষ্য)ঃ ইতিপুর্বে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দুটি অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি সফল হয় এবং সে সফলতার ধারাবাহিকতায় নিজের চিন্তা-চেতনাকে সংযত করতে পারে অহংকারবোধ যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং যুক্তি ও বিবেকের স্বতঃসিদ্ধ দাবীর নিকট আত্মসমর্পণের

www.pathagar.com

মত মানসিক উদারতা ও মহত্বকে ধরে রাখার পাশাপাশি অহংকার ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে চলতে পারে; চিন্তা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কে যদি রোধ করে চলতে পারে, তাহলে তারই সফল ধারাবাহিকতার অনিবার্য ও প্রত্যাশিত পরিণতিতে মানুষের মনে আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া সৃষ্টি হয়।

মানুষের মনে সৃষ্ট এই তাক্বওয়া বা আল্লাহ ভীতিকে লালন করাটা হলো শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে চূড়ান্ত এ লক্ষ্যটি অর্জন সম্ভব নয় যতক্ষণ না একজন শিক্ষার্থী প্রথম দুটি লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়।

ইসলামের সোনালী যুগে এ বিষয়টির প্রতিই শিক্ষকরা তাদের মনযোগকে নিবদ্ধ করতেন। ইসলামের ইতিহাসে সেই ঘটনাটি স্মরণ করুন, যেখানে এক শিক্ষক তার এক ছাত্রকে যথাযথ কল্যাণকর শিক্ষা দিতে পেরেছেন কিনা, তা যাচাই করে দেখার জন্য ছাত্রের হাতে একটি মুরগী ও একটি ধারালো ছুরি ধরিয়ে নির্দেশ দিলেন যে; 'এমন স্থানে নিয়ে তুমি এটাকে জবাই করবে, যেখানে তুমি এবং মুরগী ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই'।

শিক্ষকের নির্দেশ পালনে ছাত্র ঘরের কোণে, ঘরের পেছনে, বাড়ির অঙ্গিণায়, খোলা ময়দানে, জঙ্গলে-দুই পাহাড়ের পাদদেশে মুরগীটিকে জবাই এর উদ্দেশ্যে গিয়েও ফিরে এলো।

অক্ষতাবস্থায় মুরগীটিসহ ছুরি নিয়ে শিক্ষকের কাছে ফিরে এলে তার প্রশ্নের জবাবে কারণ হিসাবে ছাত্রটি জবাব দিল;

'ওস্তাদের নির্দেশ ছিল যে, এমন এক স্থানে মুরগীটি জবাই করতে হবে যেখানে সে ও মুরগীটি ছাড়া তৃতীয় জন থাকবে না। এ নির্দেশ পালনে সে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছে, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিটি স্থানে মুরগীটি ও সে ছাড়াও আল্লাহকে পেয়েছে তৃতীয়জন হিসেবে। তাই ওস্তাদের নির্দেশ পালন করতে পারেনি।'

ছাত্রের মুখে এ জবাব শুনে ওস্তাদ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এ ভেবে যে, তিনি যথাযথ শিক্ষা প্রদান করতে পেরেছেন এবং তার ছাত্রটিও শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্যটি অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

শিক্ষার উৎস

শিক্ষার মৌলিক এবং চূড়ান্ত উৎস হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তাঁর সিফাতি এক নাম হলো 'আলিম' অপর নাম 'খবির'। এ দুটো নামই বলে দেয় যে, তিনিই একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সবজান্তা।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের সর্বপ্রথম সদস্য হযরত আদম (আঃ) এর মাধ্যমে মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে শিক্ষার ধারা শুরু করেছেন।

পৃথিবীতে প্রেরণের পুর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তার কাছে বিশ্বের তাবৎ কিছুর পরিচয় তুলে ধরেছেন বলে আল কুরআন আমাদের বলে দিয়েছে। তিনি আদম (আঃ) সহ অন্যান্য নবী রাসূলগণের মাধ্যমে শিক্ষার ধারা চালু রেখেছেন। তাদের কাছে প্রেরিত অহীর দ্বারা আল্লাহ পাক আমাদের নিকট বিভিন্ন তত্ত্ব-তথ্য অর্থাৎ মৌলিক জ্ঞান তুলে ধরেছেন।

এ সব মৌলিক তত্ত্ব-তথ্য নিয়ে প্রতিটি মানুষকে মাথা ঘামানোর তথা চিন্তা-ভাবনা করার তাক্বিদও বারংবার দিয়েছেন।

কুরআন পাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সুত্র-ইতিহাস ও যুক্তি উপস্থাপন করার সাথে সাথে আল্লাহ পাক মানুষের জন্য আবেগময় ভাষার প্রশ্ন রাখেন; 'আফালা তাক্বিলুন' অর্থাৎ তোমাদের কি বোধোদয় হবে না? 'আফালা তাযাক্কারুন' অর্থাৎ তোমরা কি স্মরণ করবে না? 'আফালা তাফাক্কারুন' অর্থাৎ তোমরা কি চিন্তা গবেষণা করবে না? যুক্তি খাটাবে না? 'আফালা তাদাব্বারুন' অর্থাৎ তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? বিশ্লেষণ করবে না?

প্রথমেই এ বিষয়টির উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, যদি এটিকে আমাদের দৃষ্টির সামনে রেখে একটু চিন্তা করি কোন সব উৎস হতে মানুষ 'শিক্ষা' লাভ করে থাকে তা হলে আমাদের সম্মুখে মোট তিনটি সুত্র বা তিনটি উৎস ধরা পড়ে, যেখান হতে 'শিক্ষা' নামক প্রক্রিয়াটির বিস্তৃতি লাভ ও তা একটি পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। আমরা অতি সংক্ষেপে এ স্বল্প পরিসরে 'শিক্ষা'র এই সব উৎসসমূহের উপরে যৎসামান্য আলোকপাত করব।

শিক্ষার প্রথম উৎস হিসাবে আমরা প্রথমেই যেটি পাই তা হলো 'বোধ' বা Intuition।

মানুষের মনে কারণে-অকারণে নিয়তই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোন উপলক্ষ্য ব্যতিরেকেই বিভিন্ন ধরনের চিন্তা-চেতনা, কল্পনা, ধ্যান-ধারনা ইত্যাদির উদয় হয়, এটি এক বাস্তবতা। এ সবের কিছু কিছু নিরেট অর্থহীন কিন্তু

www.pathagar.com

সবগুলোই নিছক অর্থহীন কল্পনা নয়, এ সত্যটিও আমরা সকলেই জানি।

এর প্রথমটি হলো 'ইলহাম'। আর তা আল্লাহপাকের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। অতি সাধারণ উম্মী মানুষ হতে শুরু করে জ্ঞানী-গুণী, ওলী-দরবেশ পর্যন্ত, এমনকি আল্লাহ পাকের নবী রাসূল আম্বিয়ায়ে কেরামগণের মনেও ইলহাম হতো।

'ইলহাম' শব্দটি কুরআনুল কারীমে ব্যবহার করা হয়েছে । মানুষকে ইলহাম করা হয়েছে সে কথাটি স্পষ্ট করেই কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেছেন, যেমন তিনি বলেনঃ 'ফা আলহামাহা ফুজুরাহা ওয়া তাক্বওয়াহা'

অর্থাৎ: জন্মের পরে মানুষের মনে কোনটি পাপ, কোনটি পুণ্য, কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় তা ইলহাম করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। (আল কুরআন; সুরা আশ শামস:৭-৮)

রাসূল (সঃ) নিকট ওহী নাযিল হতো আল্লাহর পক্ষ হতে। তার বাহক ছিলেন সম্মানিত ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)। ওহীর সংকলন হলো আল কুরআন।

তবে সকল অহীই আল কুরআন নয়। অহীর আকারে কুরআন পাক ছাড়াও জিবরাঈল (আঃ) বিভিন্ন নির্দেশ, পরামর্শ ও শিক্ষা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে হাজির হতেন। আবার রাসূল (সঃ) কখনও কখনও কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে অহী পেতেন। তাঁর অন্তরে অহীর উদ্ভব ঘটাতেন আল্লাহপাক। এ ছাড়া তিনি (সঃ) স্বপ্নের মাধ্যমেও নির্দেশনা বা অহী পেতেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) নিজেই বলেছেন এ ব্যাপারে ; 'ইন্নি উতিতুল কুরআনা ওয়া মিস্‌লাহু মা'য়াহু'

অর্থাৎ: আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং সে সাথে তারই মত আরও একটা কিছু দেয়া হয়েছে।

এই 'তারই মত আরও একটা কিছু' এর ভেতরেই সে সকল কিছু রয়েছে, যা আমরা হাদীস, হাদীসে কুদসী, তাঁর জীবনিতিহাস, তাঁর প্রতিটি কর্মকাণ্ড অর্থাৎ তা পবিত্র সীরাত থেকে পাই।

রাসূল (সঃ) সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) গণের মনে যে ইলহাম হতো-তা মরদূদ শয়তানের যে কোন সংশ্লিষ্টতা বা দূরতম সম্ভাবনা হতে সুনিশ্চিত ভাবেই মুক্ত। কারণ তাঁরা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন কর্তৃক সর্বদা মাহফুজ রইতেন। শয়তান তাঁদেরকে প্ররোচিত-বিভ্রান্ত করতে পারতো না, পারাটা সম্ভবও ছিল না।

www.pathagar.com

তাঁরা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সকল মানুষের মনে উদিত বা সূচিত ধ্যান-ধারনা চিন্তা-কল্পনা সমূহের সবকটি বা সে সবের কিছু কিছু আংশিক বা পরিপূর্ণ ভাবেই শয়তান দ্বারা যে বিভ্রান্তি বা প্ররোচনার প্রয়াস নয়, তার কোন স্পষ্ট গ্যারান্টি নেই।

শয়তান অথবা তার সহচর-অনুচর (আল কুরআনে তাদেরকে শ্বায়াতীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে 'শয়তান' শব্দটির বহুবচন হিসেবে) জ্বীন বা মানুষের পক্ষ হতে অন্য যে কোন মানুষের মনে বা অন্তরে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনার উন্মেষ ঘটানো হয়। Modern Psychology'তেThought Implantation হিসেবে দেখা হয়। আমরা অতি সাধারণ ভাষায় বলি কুমন্ত্রণা- আর আল কুরআন একে বলেছে 'ওয়াছওয়াছা'।

মানুষের মনে উদিত বা সূচীত ধ্যান ধারনাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করেছি, পূর্বেই বলেছি প্রথমটি হলো 'ইলহাম' আর এই 'ওয়াসওয়াসা' হলো দ্বিতীয়টি।

এই দ্বিতীয় বিষয়টি হতে মুসলমানদেরকে বেঁচে থাকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর আশ্রয় চাইতে বলেছেন। আল কুরআনের সর্বশেষ সূরা নাস অর্থ ব্যাখ্যাসহ পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।যারা আল কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন, এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ ও ইংগিতময় বিষয় রয়েছে- যা বোঝা দরকার।

অনুগ্রহ পূর্বক একটু খেয়াল করে দেখুন বিষয়টি, কুরআনুল কারিমের শুরুতেই আল্লাহর কাছে মানুষের একটি দোওয়া হিসেবে সুরা ফাতেহাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক তার স্বনির্বাচিত ভাষা ও ভঙ্গিমায় মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন; সে যেন উক্ত দোওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সহজ সরল পথ অর্থাৎ সিরাতুল মুস্তাক্বিম প্রার্থনা করে যা তাকে অন্যান্য মানব গোষ্ঠীর মত বিভ্রান্তি ও আজাবের পথে পরিচালিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নেবে।

মানুষের এই দোওয়ার পরে তার জবাব হিসেবে সিরাতুল মুস্তাক্বিমের পথ পাবার দিশা হিসেবে আল্লাহ পাক সমগ্র কুরআনকে পেশ করেছেন। আর তার শুরুতেই তিনি দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয়তা সহকারে বলে দিচ্ছেন যে; 'এই হলো কিতাব যার ভেতরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সংশয় নেই যা প্রদর্শন করবে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ, তাদেরকে যারা আল্লাহ ভীরু!
এ দৃঢ় ঘোষণা দেবার পর তিনি আল কুরআনে ছত্রে ছত্রে মানুষের পরিচয়,

www.pathagar.com

তার কর্তব্য, তা সমাধানের পথ, তার দায়িত্ব, বিশ্ব ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন যুক্তি ও উদাহরণসহ এবং এর পাশাপাশি তিনি এ সব বর্ণিত বিষয় গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে ভেবে দেখার মাধ্যমে সঠিক শিক্ষা নেবার এবং সে মত জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন।

মানুষ তার মনে চিন্তা-যুক্তি অনুধাবন-উপলব্ধি ও গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পরিবর্তে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, ভুল উপলব্ধি করতে পারে, সে আশংকা সর্বদাই বিরাজমান।

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও এ সত্যের সাথে সর্বদাই পরিচিত। এর কারণ হলো, মানুষ তার মনে উদিত কল্পনা, ভাব, চিন্তা-চেতনা দ্বারা (যে সবের অধিকাংশই হলো জ্বীন অথবা ইনসানরুপী শয়তানের কুমন্ত্রণা) বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, বিভ্রান্ত বা বিপথগামী হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকে।

এ বাস্তবতাকে সামনে রেখেই কুরআনুল কারিমে সকল যুক্তি-ইতিহাস-তত্ত্ব-তথ্য ইত্যাদি বর্ণনা শেষে একেবারে শেষের পর্যায়ে এসে আল্লাহ মানুষকে সুরা নাস্ নামে আরও একটি দোওয়া শেখাচ্ছেন, যে দোওয়ার মাধ্যমে মানুষ শায়াত্বীনদের সকল ওয়াছওয়াছা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে ও তা পেয়ে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে, কল্যাণকর সঠিক শিক্ষাটি উপলব্ধিতে সক্ষম হবে।

ইলহাম বা ওয়াসওয়াসা, যে কোন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তত্ত্ব, তথ্য আর সেই সাথে যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা এ সবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা সঠিক, কল্যাণকর ও নির্ভুল শিক্ষায় উপনীত হবার পরিবর্তে কি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার শত শত উদাহরণ আমাদের সামনে আছে।

ডারউইন মনুষ্য প্রজাতির উৎসমূল নিয়ে চিন্তা গবেষণায় অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। শেষে এ সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলেন যে, মানুষের পূর্ব পুরুষ হলো এক বিশেষ শ্রেণীর বানর ও হনুমান!

দৃশ্যমান অবয়ব ও আচরণভঙ্গীর কিছু সাদৃশ্যকে উদাহরণ হিসেবে যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করলেন আর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যে, সত্যি বানরই হলো মনুষ্য প্রজাতির আদি পুরুষ। বিবর্তনবাদ নামক নতুন একটি মতবাদের উদ্ভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন,স্বীকৃতি পেলেন একজন জাঁদরেল বিজ্ঞানীরূপে।

www.pathagar.com

অপরদিকে সিগমন্ড ফ্রয়েড ঐ একইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে সকল কর্মকাণ্ড ও তার আচার আচরণের পেছনে শুধুমাত্র একটি বিষয়ই কাজ করছে বলে দেখতে পেলেন, আর সেটি হলো সেক্স বা যৌনতা।

ইসলামে যে বিভিন্ন উপদল বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে যেমন, মুতাযিলা, রাফেয়ি, খারেজি, অথবা শিয়া সম্প্রদায়ের ভেতরে কিছু কট্টরবাদী গোষ্ঠীর বিকাশ ও উৎসমূল খুঁজতে যান তবে দেখবেন সেখানেও বোধ বা Intuition এর উপস্থিতি ওয়াসওয়াসার আকারে বিদ্যমান!

হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), আমীর মাবিয়া (রাঃ) এর শাসনামলে সংঘটিত ও তার রেশ ধরে চলমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কিছু ঘটনা প্রবাহ জনিত মতদ্বৈততা দ্বারা প্ররোচিত-বিভ্রান্ত হয়েছে।

সঞ্চিত অভিজ্ঞতার বিকৃত ব্যাখ্যা, উপস্থাপিত যুক্তির অপব্যবহার বা বিকৃতি, এ সবের সমন্বয়ে বিভ্রান্ত দর্শন তথা একটি ভুল ও অকল্যাণকর শিক্ষার উদ্ভাবন করেছে, যা ইসলামের ইতিহাসে দুঃখজনক ঘটনাসমূহের ও অকল্যাণের জন্ম দিয়েছে, যার রেশ পুরো উম্মাহর মধ্যে আজও চালু আছে!

শুধু তত্ত্ব-তথ্য অর্থাৎ বোধ বা Intuition এর দ্বারা শিক্ষা পূর্ণতা পায় না। সেখানে যুক্তির প্রয়োজন পড়ে। যুক্তির দ্বারাও মানুষ শেখে। একটি ছোট উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এক গাছের ডালে চারটি কবুতর বিশ্রামরত। এক শিকারী গুলি করে একটি কবুতর শিকার করল, উক্ত ডালে আর কটি কবুতর অবশিষ্ট রইল? এ প্রশ্নের উত্তরে অংক শাস্ত্র বলে দেবে তিনটি- কিন্তু এখানে যদি যুক্তির সমন্বয় ঘটানো যায় তা হলে উত্তর হবে একটিও না।

কারণ, গুলির আওয়াজ শুনে এবং নিজেদের এক সাথীকে অপ্রত্যাশিতভাবে 'কিছু একটা'র ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতে দেখে একটি কবুতরও আর উক্ত ডালে বিশ্রাম নিতে বসে থাকবে না।

আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি, এক বালককে জিজ্ঞেস করুন; দুই চোখ খোলা রেখে উন্মুক্ত আকাশে চেয়ে দেখল চারটি পাখি উড়ে যাচ্ছে। এবার প্রশ্ন হলো, দুই চোখ খুলে রেখে যদি চারটি পাখি উড্ডয়নরত দেখতে পাও, তাহলে এক চোখ বন্ধ রেখে অপর একটি খোলা চোখে কয়টি পাখি উড়তে দেখা যাবে?

www.pathagar.com

অংক শাস্ত্রের ঐকিক নিয়মে বলে দেবে 'দুটি'। কিন্তু যুক্তি ও অভিজ্ঞতা কখনোই এ উত্তর মেনে নেবে না বরং তারা সঠিক ও নির্ভুল উত্তর হিসেবে বলে দেবে যে, দু'চোখ খোলা রেখে যদি চারটি পাখি উড্ডয়নরত দেখা যায় তা হলে এক চোখ দিয়েও ঐ চারটি পাখিই দেখা যাবে।

আগুনের দাহ্যশক্তি আছে কি না, সে কথা জানতে কেউ কোনদিন আগুনে নিজের হাত পুড়তে দিয়ে তা শেখে না। সাপের দংশনে মৃত্যু হয় কি না, তা জানার জন্য কেউ কোনদিন বিষাক্ত সাপের সম্মুখে নিজের পা মেলে ধরে না।

মেডিক্যালের একজন ছাত্রকে দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর মেধা-শ্রম ও অধ্যাবসায় দিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে 'অভিজ্ঞতা' অর্জন করতে হয় এবং তার পরেই তিনি সমাজে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন।

সংক্ষেপে উপস্থাপিত এসব উদাহরণ হতে একথা সুস্পষ্ট যে, আমরা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে জ্ঞান আহরণ করি, শিখি। এখানে বিষয়টি মুখ্য নয় যে, সে অভিজ্ঞতাটি ব্যক্তি তার নিজের জীবনে সংঘটিত ঘটনা হতে অর্জন করে, না অপর কোন ব্যক্তির জীবনে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ তা সংগ্রহ করে বা শেখে। বরং যে বিষয়টি মুখ্য তা হলো এই যে, মানুষ 'অভিজ্ঞতা' হতেও শেখে।

এখানে আমরা প্রিয় রাসূল (সঃ) এর হাদিস স্মরণ করতে পারি যেখানে তিনি বলেছেন; 'অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউ জ্ঞানী হয় না'।

সংক্ষিপ্ত এ বিশ্লেষণের দ্বারা যে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, তা যদি আমরা সারাংশ হিসেবে পেশ করি, তা হলে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে; 'শিক্ষা'র প্রাথমিক উৎস বা Primary Source হিসেবে আমরা তিনটি বিষয় পাই; তা হলো ঃ

১) বোধ
২) যুক্তি ও
৩) অভিজ্ঞতা।

এ বিশ্লেষণে আমরা ইতিমধ্যেই এ কথাও বলেছি যে, এ তিনের সমন্বয়ে যে জ্ঞান বা শিক্ষা দর্শনের উদ্ভব ঘটে তা সঠিক যেমন হতে পারে, তেমনি আবার ভুলও হতে পারে। তা যেমন কল্যাণকর হতে পারে, তেমনি তা অকল্যাণকরও হতে পারে, এমনকি ধ্বংসাত্বকও হতে পারে।

আর বিবেক বুদ্ধি এবং যুক্তির নিরিখেও এ কথাটি অতি সাধারণভাবে

www.pathagar.com

উপলব্ধিতে আসে যে, এ ক্ষেত্রে এমন একটি মানদণ্ড অর্থাৎ শিক্ষার নির্ভুল উৎসমূল বিদ্যমান থাকতে হবে, যার সাথে মিলিয়ে জীবন প্রবাহের যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে মনুষ্য প্রজাতির যে কোন সদস্য তার শিক্ষাকে যাচাই করে নেবে যে, শিক্ষাটি তার জন্য সঠিক, না ভুল, সেটি তার জন্য কল্যাণকর? না, অকল্যাণকর?

আর এই বাস্তব প্রয়োজনের অনিবার্য দাবী হিসেবে মানুষের স্রষ্টা মানুষের জন্য তার জীবনে পথচলার নির্দেশনা হিসেবে, শিক্ষার নিভুল-অব্যর্থ মানদণ্ড হিসেবে কুরআনুল কারিমকে নাযিল করেছেন। ভুল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভুল পথে ধাবমান মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন;

'অতপর তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ? এটিতে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষাই নয়! অতপর তোমাদের মধ্যে হতে যার খুশি এ থেকে (আল কুরআন) শিক্ষা নিয়ে সরল পথে রইতে পার। (সুরা আত তাক্বভির, ২৬-২৮)

উল্লেখিত আয়াতে কারিমাতে স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে, মানুষের অর্জিত শিক্ষা-জ্ঞান সঠিক কিনা তার মানদণ্ড হলো এই গ্রন্থ আল কুরআন। আল কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন শিক্ষা মানবতার জন্য অকল্যাণকর বা ধ্বংসাত্বক।

এই জন্যই আমরা দেখতে পাই, প্রিয় রাসূল (সঃ) আল্লাহর নিকট এই বলে দোওয়া করেছেন;

'হে আল্লাহ তুমি যে জ্ঞান আমাকে দান করেছ তা দ্বারা আমার কল্যাণ করো, আমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দাও যে জ্ঞান আমার জন্য কল্যাণকর হবে এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। আর সকল প্রশংসা সর্বদা আল্লাহরই জন্য নিবেদিত'।

আজ মুসলিম উম্মাহকে উক্ত তাৎপর্যপূর্ণ দোওয়াকে সম্মুখে রেখেই শিক্ষার্জন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে শৈথিল্য আর কিছু নয় মুসলমানদের বর্তমান জিল্লতিকেই প্রলম্বিত ও দীর্ঘায়িত করবে শুধু।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

(বিগত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে Icon College Of Technology And Management, London G CBS (সিবিএস) কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা' শীর্ষক' সেমিনারে আমার উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ)

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকাঃ

একটি দেশ বা জাতির সামগ্রিক ও অর্থবহ উন্নয়নের জন্য চারটি অপরিহার্য মৌলিক শর্ত রয়েছে, যা পুরণ হওয়া বাঞ্ছণীয়, এগুলো হলো;

1. Exposition of thoughts
2. Combination of ideas
3. Co ordination of efforts
4. Adequate and timely Patronization

শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে জনগণ ও সরকারসহ সকলেই কম-বেশি জড়িত থাকেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা যার যার মত ভূমিকা রাখেন। প্রত্যেকের ভূমিকাই জাতীয় উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। কিন্তু সম্ভবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকমণ্ডলীর মত এত গুরু দায়িত্ব আর কোন গোষ্ঠীই পালন করেন না এ ক্ষেত্রে।

একটি দেশের সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হলো বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ। এই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহই হলো একটি দেশ ও জাতির উন্নয়নের মূল সূতিকাগার।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বেলায় আমাদের দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা কি হতে পারে এবং কি হওয়া উচিৎ, সে বিষয়ে আলোচনার আগে আসুন আমরা সামগ্রিক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কি পর্যায়ে রয়েছে সেটা বিবেচনা করে নেই এক নজরে।

এই বিবেচনাটি দুটি পর্যায়ে হতে পারে। প্রথমত, পুরো বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্রকে সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান দেখতে পারি। আর দ্বিতীয়ত, মুসলিম দেশসমূহের একটি সদস্য হিসেবে অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থানটা কোন পর্যায়ে? সেটি বিবেচনা করে দেখা।

আসুন আমরা আমাদের আলোচনার খাতিরে কিছু তথ্য এবং উপাত্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এই সব তথ্য উপাত্ত এবং সেই নিরিখে বিশ্বে অন্যান্য দেশ

www.pathagar.com

সমূহ বিশেষ করে, উন্নত দেশ সমূহের অগ্রগতির ধরন ও ধারা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তবে আমাদের আলোচনা অনেকটাই সহজ, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয়ে উঠবে!

শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রযুক্তিতে বর্তমান বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হলো আমেরিকা, এবং এর পাশাপাশি সাবেক সোভিয়েট বলয়ভূক্ত দেশ সমূহ ছাড়া ইউরোপের প্রায় সকল দেশই বিশ্বের অন্যান্য যে কোন রাষ্ট্র বা সমাজের চেয়ে এগিয়ে। আর এই কারণেই আমরা তাদের উন্নয়নের পিছনে যে শিক্ষা আর প্রযুক্তি জ্ঞান আছে বলে মনে করি, তার দিকেই একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি দেবার অনুরোধ করব আপনাদের।

আমেরিকার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। আর এই পঁচিশ কোটি জনসংখ্যার জন্য সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সর্বমোট ৫৭৫৮টি, প্রতি ৪৩,৪১৭ জন আমেরিকান নাগরিকের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

এর বিপরিতে আমাদের বাড়ির পাশে ভারত, যাকে আগামি বিশ্বে অন্যতম একটি উঠতি সুপার পাওয়ার হিসেবে এখনই অনেকে গণ্য করতে চলেছেন, সেই ভারতের জনসংখ্যা একশত কোটি বা এক বিলিয়ন। এই একশত কোটি জনসংখ্যার জন্য সেখানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৮৪০৭টি, প্রতি ১,১৮,৯৪৮ জন ভারতীয় নাগরিকের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই সেখানে।

ঠিক তার পাশে যদি আমরা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করি তা হলে দুঃখ আর লজ্জায় আমাদের নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করে নিজেদের হাতেই!

মোট পনেরো কোটি বাংলাদেশিদের জন্য এই দেশটায় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে মাত্র ৭৪টি, এর সাথে যদি আমরা স্পেশালাইজড কলেজগুলোকে হিসেব করি, তা হলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৪টি, প্রতি ১৪,৪২,৩০৭ জন বাংলাদেশির জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই!

খৃষ্টবিশ্বের বিশ্ববিদ্যলয় সমূহ তাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পেরেছে। আর এর বিপরিতে মুসলিম বিশ্বে এই হার শতকরা মাত্র দুইজন! অর্থ্যাৎ তাদের তুলনায় কুড়িভাগের একভাগ মাত্র! আর শিক্ষার মানের কথা নাইবা বললাম।

২০০৪ সালে চীন-এর সাং হাই এর একটি বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী

www.pathagar.com

সার্ভে করেছে, সেই সার্ভে রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীতে প্রথম পাঁচশত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই!

পুরো মুসলিম বিশ্বকে যদি আমাদের সামনে আনি, তা হলে দেখতে পাই যে, ৫৭টি মুসলিম বিশ্বে সর্বমোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো মাত্র পাঁচশতটি! দেড়শত কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য পাঁচশতটি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র, তার মানে দাঁড়ালো এই যে, প্রতি তিরিশ লক্ষ মুসলমানের জন্য মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়! কল্পনা করা যায় কি?

এককভাবে আমেরিকার জনসংখ্যা মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত জনসংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ, অথচ তাদের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৫৭টি মুসলিম দেশের সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এগারো গুণ বেশি!

ভারতের মোট জনসংখ্যা হলো ৫৭টি মুসলিম দেশের সম্মিলিত জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ বা চার ভাগের তিনভাগ, কিন্তু একা তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে পুরো মুসলিম বিশ্বের মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সতেরো গুণ বেশি!

জ্ঞানের বাণিজ্যিকায়ন হয়েছে বড়ই দ্রুত, কিন্তু বাস্তব জীবনে তার প্রায়োগিক দিককে উপেক্ষা করা হয়েছে নিদারুণভাবে। জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে থাকে, অর্থাৎ চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা ঘটে থাকে। আমরা যাকে বলি Exposition of thoughts|

ইসলামের ইতিহাস যদি আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে দেখি তবে দেখতে পাব যে, মাত্র তিনটি দশকের মধ্যে যাযাবর বেদুঈনদের নিয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী, যাকে আমরা বলি আমাদের পুর্বসূরী মুসলমান অর্থ্যাৎ একেবারে প্রথম যুগের মুসলমান, তাদের দ্বারা পুরো বিশ্বে এরকম এক বিস্ময়কর বিপ্লব কি করে সূচিত হতে পারল? তার একমাত্র জবাব হলো, প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা সাধিত হওয়া।

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের শেষে **আফলা তাফাক্কারুন, আফালা ত্বা'ক্বিলুন, আফালা ত্বাদাব্বারুন, বা আফালা ত্বাযাক্কারুন** বাক্যগুলো ব্যবহার করে কুরআন পাঠকের মনে এই চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও বিকাশ বা উৎকর্ষতা সাধনের দিকে ব্যক্তিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, সমগ্র আল-কুরআন মুখস্থ করে হাফেজ হয়েছেন, পুরো বিশ্বে এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সংখ্যা দুই কোটি, অথচ দেড়শত কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র একলাখ বিজ্ঞানীও নেই!

www.pathagar.com

পুরো বিশ্বে মুসলিম বিজ্ঞানীর সংখ্যা মাত্র ৪৫,১৩৬ জন! অর্থাৎ প্রতি ৩৩,২৩২ জন মুসলমানের মধ্যে মাত্র একজন বিজ্ঞানী, আর লক্ষ্য করুন, প্রতি ১৬৪ জন ইহুদি'র মধ্য থেকে একজন বিজ্ঞানী রয়েছেন!

মুসলিম বিশ্বে প্রতি দশলক্ষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ২৩০ জন বিজ্ঞানী রয়েছেন, আর এর বিপরিতে ঐ সমসংখ্যক নাগরিকের মধ্যে আমেরিকায় ৪,০০০ জন, জাপানে ৫,০০০ জন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন।

এতেই প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম বিশ্বে এবং সেই সাথে অতি অবশ্যই বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে Exposition of thoughts বা চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটেনি। এটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক।

মুসলিম দেশ সমূহে জ্ঞান-গবেষণায় সামাজিক, সরকারী বা বেসরকারী কোন পর্যায়েই তেমন কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই। সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার চিত্র আমাদের সকলের কাছেই কম বেশি স্পষ্ট, আমি এখানে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জ্ঞান-গবেষণায় সরকার কর্তৃক কি মানের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরবো।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, মুসলিম দেশসমূহ জ্ঞান-গবেষণা ও উন্নয়নের পিছনে গড়ে তাদের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের মাত্র ০.২ ভাগ ব্যয় করে থাকে।

আর এর বিপরিতে খৃষ্ট বিশ্ব এই একই খাতে ব্যয় করে থাকে তাদের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের শতকরা পাঁচভাগ, অর্থ্যাৎ মুসলিম দেশসমূহের চেয়ে এই হিসেবে পঁচিশগুণ বেশি!

অর্থ্যাৎ দেশের মূল চালিকা শক্তি সরকারি পর্যায় থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি যথাযথ Patronization বা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়নি। অথচ একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য চারটি শর্তের এটি অন্যতম একটি শর্ত।

যা হোক, সরকারী ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার বা কম থাকার কারণে বেসরকারী পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে শিক্ষা কারিকুলাম নির্ধারণ, নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লাভের দিকটিকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য এবং তা তারা দিচ্ছেনও।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় প্রয়োজনের গুরুত্বভেদে সে কারিকুলাম তৈরি না হওয়াতে দেশ যেমন খুব একটা লাভবান হতে পারছে না, তেমনি দেশের বেকার সমস্যাও দূরীভূত হচ্ছে না। অশিক্ষিত

www.pathagar.com

এবং স্বল্পশিক্ষিত বেকারের তুলনায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে দেশটায়।

অথচ শিক্ষা কারিকুলাম তৈরির আগে বা সে কারিকুলামকে ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের বিভাগ খোলা, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা এসবের বেলায় যদি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের দক্ষ জনশক্তির চাহিদা, প্রয়োজন, বর্তমান বাজার অবস্থা, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বাজার, চাহিদা ও সরবরাহের পরিববর্তন বা রূপরেখা ও তার পরিসংখ্যানগুলো বিবেচনায় নেয়া হতো, তা হলে একদিকে যেমন দেশ লাভবান হতো তেমনি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমত! আর অতি অবশ্যই সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে সংশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গ্রহণ যোগ্যতাও বৃদ্ধি পেত।

আমি আপনাদের সামনে আরও কিছু তথ্য ভিত্তিক উদাহরণ তুলে ধরতে চাই এ ক্ষেত্রে।

আধুনিক বিশ্বের শ্রম বাজারে গ্রাজুয়েশন নার্সিং এবং স্পেশালইজড মাস্টারস কিংবা পিএইচডি নার্সিং এর ব্যাপক চাহিদা থাকায় এবং এই পেশায় আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা ও সুবিধাদি থাকায় আমাদের পাশের দেশ ভারত সরকার এবং সে দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ নার্সিং কলেজ যেমন চালু করেছে তেমনি তাদের নিজেদের আওতায় নার্সিং বিভাগও খুলেছে, এর ফল এই হয়েছে যে, আজ ধনকুবের কুয়েতের পুরো নার্সিং পেশায় নিয়োজিতদের শতকরা প্রায় ৬২ ভাগই হলেন ভারতীয়!

কুয়েত এয়ারওয়েজের টেকনিক্যাল ও মেইনটেন্যান্স বিভাগে ভারতীয় টেকনিশিয়ানদের একচেটিয়া আধিপত্য! এক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার একবার ব্যক্তিগত আলাপচারিতার এক পর্যায়ে অসমর্থিত একটি তথ্য দিয়েছিলেন, তার মতে কুয়েত এয়ারওয়েজে যত দক্ষ শ্রমিক কর্মরত তার শতকরা ৫৮ ভাগই ভারতের!

ঐ একই অবস্থা আবুধাবি, দুবাইসহ সকল আরব দেশ সমূহের শ্রমবাজারে, কিন্তু এর পাশপাশি ঐ একই দেশের শ্রমবাজারে অদক্ষ শ্রমিকের প্রায় নব্বই ভাগই বাংলাদেশি!

বাংলাদেশি গ্রাজুয়েটকে দেখেছি ক্লিনিং কোম্পানিতে নাম মাত্র মজুরীতে কাজ করতে! তেমনি ওকালতি পাশ করে এক উকিল সামান্য সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করছেন!

সেই ১৯৭২ কিংবা তারও পরে ১৯৭৫ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ

www.pathagar.com

দেশসমূহে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমিক রপ্তানী করে আসছে, সরকার এবং এর পাশাপাশি প্রতিটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানই খুব ভালো করে জানেন যে, সেসব দেশের পেট্রোকেমিক্যাল সেক্টরে এই ফিল্ডের দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেখুন, কোন সরকারই যেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেননি এই খাতের দক্ষ টেকনিশিয়ান তৈরিতে, তেমনি আমাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ও বড় রকমের তেমন কোন উদ্যোগ নেয়নি তাদের অধিনে সংশিষ্ট বিভাগ খোলার এবং এই খাতে একটি দক্ষ টেকনিক্যাল জেনারেশন তৈরির!

আর ওদিকে আমাদের প্রতিবেশি ভারতের এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া মুশকিল যেখানে তারা মধ্যপ্রাচ্যের এই বাজার সামনে রেখে তাদের আওতায় প্রয়োজনীয় ইন্সটিটিউট খোলেনি এবং প্রয়োজনীয় টেকনিশিয়ান তৈরি করছে না।

পুরো খৃষ্ট বিশ্বে যেখানে প্রতি এক মিলিয়ন বা দশলক্ষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১০০০ জন টেকনিশিয়ান রয়েছে সেখানে আরব বিশ্বে এই হার হলো প্রতি মিলিয়নে মাত্র ৫০ জন!

তৈল সম্পদ সমৃদ্ধ আরববিশ্বে টেকনিশিয়ানদের ব্যাপক স্বল্পতার কারণে তার চাহিদাও আকাশচুম্বী! কিন্তু তারপরেও না সেইসব আরব দেশ এ ব্যাপারে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে, আর না সেখানে বাজার ধরার জন্য আমাদের সরকার এবং বেসরকারি পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালগুলো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়! দেখে শুনে মনে হচ্ছে যেন পুরো মুসলিম বিশ্বই একরকম পন করে বসে আছে যে, যতই পরনির্ভরতা বাড়ুক না কেন, তারা এই ব্যাপারে কোনই ব্যবস্থা নেবে না।

পাশপাশি দুটি দেশ ভারত এবং বাংলাদেশ, দেশদুটিকে আমি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরলাম এই জন্য যে, আমরা যেন একবার ভেবে দেখি, আমাদের সরকার এবং সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ জাতি ও দেশের প্রয়োজন বিবেচনা না করেই কেবলমাত্র সার্টিফিকেটধারি শিক্ষিত নাগরিক তৈরিতে ব্যস্ত!

এমন শিক্ষিত, যাদের অধিকাংশই জাতির সম্পদ হিসেবে বের হয়ে আসার পরিবর্তে বরং সমাজের বোঝা হিসেবে বেরিয়ে আসছেন। (শ্রদ্ধেয় উপস্থিতি, আমাকে মাফ করবেন এমন কড়া মন্তব্য করার জন্য)।

www.pathagar.com

আরও একটা দিক রয়েছে, বিশ্বের আনাচে কানাচে, বিশেষ করে, ইউরোপ আর আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশে যেমন, তেমনি বাংলাদেশের ভেতরেও অনেক বাংলাদেশি বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবীদ শিক্ষা ও গবেষণাকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। মাঝে মধ্যেই তাদের বিস্ময়কর সব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের কথা শুনতে পাই, পেপার পত্রিকায়ও সংবাদ হয়ে আসে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, না দেশের সরকার, আর না বেসরকারি পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সেইসব বিজ্ঞানী, চিন্তাবীদদের চিন্তা-চেতনা উদ্ভাবনকে বাস্তবে কোন প্রকার সহায়তা পৃষ্ঠপোষকতা দিতে এগিয়ে আসেন!

বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত গবেষক চিন্তাবীদদের ধ্যান-ধারনা, গবেষণাকর্ম আর উদ্যোগ সমূহকে একটি সুসমন্বিত প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে উপস্থাপন করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম দুটি শর্ত যথাক্রমে;

1. Combination of ideas
2. Co ordination of efforts , এগুলো হয়ে উঠেনি।

আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এ ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিলে মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ তাক লাগিয়ে দিতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

শ্রদ্ধেয় উপস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে আমাদের সামগ্রিক অবস্থা ও সচেতনতা আমরা এক নজরে এবং যতটা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা সম্ভব, তা করলাম।

এতেই যে কোন সচেতন ব্যক্তির সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, এই অবস্থার বিচারে আমাদের দেশের সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপরে কি দায়িত্ব এসে পড়ে।

আমরা সকলেই একথা জানি এবং আমার বিশ্বাস যে, উপস্থিত সকলেই আমার এ কথার সাথে একমত হবেন যে, বিশ্বের যে কোন দেশের চেয়ে বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দূর্নীতি বেশি।

www.pathagar.com

এর পাশাপশি আরও একটি দুঃখজনক সত্য আছে, আমাদের এই দেশটির ক্ষেত্রে, আর তা হলো এই যে, আমাদের দেশের পলিসিমেকার বা রাজনীতিকদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারও উপরের পর্যায়ের শিক্ষার অভাব আছে, আর সেই কারণেই দেশে উচ্চশিক্ষা প্রণয়ন, প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতারও দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কাউকে ছোট করা বা অবমূল্যায়ন করার জন্য এ মন্তব্য নয় বরং অত্যন্ত দুঃখের সাথেই আমি এই বাস্তবতার কথাটি এখানে উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম।

এই যখন অবস্থা তখন আমাদের আমলা এবং রাজনীতিকদের একটা বৃহৎ অংশের নিকট হতে যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন এবং বিস্তারে তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগ পাওয়া যাবে না।

এরকম একটি ক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ঘাড়েই এসে পড়ে মূল দায়িত্বটি। একটি যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নে গণসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি শিক্ষাবীদ, রাজনীতিবিদসহ সকল শ্রেণীর পলিসি মেকারদের উপরে সর্বদা এক ধরনের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক চাপ তৈরি করে রাখা একটি দায়িত্ব বটে।

উপস্থাপিত বাস্তবতার বিচারে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন এবং আগামি বিশ্বে মর্যাদার সাথে টিকে থাকার লক্ষ্যে যে কাজটি করতে হবে, তা হলো, শিক্ষা বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করতে হবে।

জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যেই একাজটি আমাদের করতে হবে। কারণ, এই একটি কাজই আমাদের সামনে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের যে চারটি মৌলিক শর্ত এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমি উল্লেখ করেছি;

1. Exposition of thoughts
2. Combination of ideas
3. Co ordination of efforts
4. Patronization,

এসবের দ্বার উন্মোচন করে দেবে।

সম্মানীত শ্রোতাবৃন্দ, আমার সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় এতক্ষণ আপনাদের সামনে পরিষ্কার করে দেখাতে চেয়েছি যে, জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য শর্তসমূহের উল্লেখিত চারটি শর্তসমূহের একটিও আমাদের দেশে

www.pathagar.com

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে পূরণ হচ্ছে না।
এখন স্বভাবতই এটি বোধগম্য যে, হাজার সমস্যার এই বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে যে কাজটি করতে এগিয়ে আসতে হবে, তা হলো, শিক্ষা ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন এবং বিপ্লবী কিন্তু সাহসী পদক্ষেপ তাদের নিতে হবে, যে পদক্ষেপ ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে উল্লেখিত চারটি মৌলিক শর্ত পূরণ সম্ভব।

আমাকে আজকের এই আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানানো, বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করার জন্য আয়োজনদের এবং আপনারা যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শুনলেন, সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

লেখকের পূর্বে প্রকাশিত বইয়ের তালিকাঃ

০১। আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলন ও তার দশটি ক্ষেত্র
০২। মানব সম্পদ উন্নয়নে আল কুরআন
০৩। নেতা বিশ্বনেতা- শ্রেষ্ঠ নেতা
০৪। বৃটেনে মুসলিম শাসক
০৫। ভোট কি ও কেন ?
০৬। ইসলাম সভ্যতার শেষ ঠিকানা
০৭। ধরণীর পথে পথে
০৮। অন্তর মম বিকশিত করো (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ)
০৯। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা
১০। আবার কখনো যদি
১১। টাইন নদীর ওপার থেকে
১২। নির্বাচিত কিশোর গল্প সংকলণ
১৩। কালচার নিয়ে অনাচার
১৪। বই খাতা কলম (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে
১৬। অল্প স্বল্প গল্প
১৭। এই ধরণী তলে

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

কুষ্টি আর কুষ্টির (পাট) জন্য বিখ্যাত কুষ্টিয়ার (দৌলতপুর থানা, গ্রাম: ফিলিপনগর) সন্তান জিয়াউল হক। জন্ম ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০। তৎকালিন পাকিস্থান নৌবাহিনীতে কর্মরত পিতার কর্মস্থল করাচিতেই কেটেছে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ এ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন।

ইংল্যান্ডের ব্রিষ্টল ইউনিভার্সিটি থেকে মেন্টাল হেলথ্, ই-এম-আই এবং ডিমেনশিয়া মেনেজমেন্টে এ্যাডাপটেশন কোর্স শেষ করে ইংল্যান্ডেরই একটি বেসরকারি মেন্টাল হাসাপাতালের ডেপুটি ম্যানেজার এবং ক্লিনিকাল লীড হিসেবে দীর্ঘদিন চাকুরি করেছেন। অবসর নিয়ে বর্তমানে ইংল্যান্ডেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

নাবিকের নোঙ্গর হয় ঘাটে ঘাটে। শৈশবেই খেলাচ্ছলে কলম হাতে নিয়ে লিখতে বসা নাবিক পিতার সন্তান জনাব জিয়াউল হকও জীবনের দুই তৃতীয়াংশ সময়ই দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে অবস্থান করলেও নিয়মিত লেখালেখি করছেন।

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত তাঁর ষোলটি গ্রন্থ, গবেষণাগ্রন্থ, উপন্যাস ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্ম ও সমাজ, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিকসহ সমসাময়িক বিষয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফিচার ও কলাম লিখার পাশাপাশি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্যাস ও সংগীতসহ সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি অংগণেই তার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথেও তিনি জড়িত রয়েছেন।

www.pathagar.com

SHIKHA BEBOSTHA:
MOULIK DRISTIVONGI

Written By: Ziaul Haque

Published by

The Pathfinder Publications, Bogra

Cover Design
Md. Hossain Ali

ISBN 978-984-92994-5-5

Price Taka: 60.00 Only